দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 30 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে এ কিসের খেলা?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসমাজ অস্ত্রের খেলায় আজ হতাশা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। গত ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের যে নজীর স্থাপিত হয়েছে তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন সাধারণ ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ। এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে সমস্ত ন্যায় ও অপরাধের বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এবং ছাত্র রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করে নাগরিক হিসেবে যে সামান্য অধিকার ভোগের সুযোগ রয়েছে, তা কেড়ে নিলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি দূর হয়ে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বরং গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিরাপদ করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা এবং দেশের মধ্যে বিদ্যমান অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দূর করা সম্ভব। তাই জনগণ ও ছাত্রসমাজের অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক অভিব্যক্তি অনভিপ্রেত নয়। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম কারো কাম্য হতে পারে না।

ছাত্র রাজনীতির একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতা। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে সমসাময়িককালের কোন সরকারই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। যে কারণে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে আমদানী করা হয়েছে অস্ত্র, আর এই অস্ত্র ও সন্ত্রাসের আগমন ঘটেছে বিশেষ মহলের সহযোগিতায়। সেই সুযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

অধিকাংশ অস্ত্রধারীই ছাত্র নয়। তবে তাদের সংস্পর্শে এসে কিছু ছাত্র যে কলুষিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এসব অস্ত্রধারীরা তার নিজের স্বার্থকে দলের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে, নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য।

তদুপরি সরকার যুবকদের কর্মসংস্থান দিতে পারছেন না। বেকারত্বের কারণেই যুব সমাজ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। অনেকে হতাশায় মাদকদ্রব্যে আসক্ত ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার যে নৈরাজ্য আজ দেখা দিয়েছে তা ছাত্রদের হতাশ ও ক্ষুব্দ করে তুলছে। কোর্স যথাসময়ে শেষ না হওয়া এর অন্যতম কারণ— বিভিন্ন ঘটনা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের সময় সময় ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, সরকারী নির্দেশে শিক্ষাঙ্গন বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র সংঘর্ষের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি কারণে ৩ বছরের কোর্স ৫ বছরেও শেষ না হওয়ার জন্য অনেক ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে দিতে হয়। গ্রামের এমনকি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার কৃষক পরিবারের ছেলেরাও আজকের দিনে অনির্দিষ্টকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গতি এমনিতেই রাখে না।

শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি, অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার জন্য সাধারণভাবেই আজ উচ্চ শিক্ষার দুয়ার এদের বন্ধ হতে চলেছে। শহুরে স্বল্প আয়ের লোকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তার উপর কোর্স যথাসময়ে শেষ না হলে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য বাড়তি সময়ের টাকা-পয়সা যোগানো অভিভাবকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তার উপর রয়েছে শিক্ষাজীবন শেষে চাকরির অনিশ্চয়তা।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অব্যবস্থা ছাত্রদের বেপরোয়া করে তুলেছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বর্তমানের বিক্ষুব্ধ সময় তাদের হিংসার দিকে সহজেই আকৃষ্ট করে। টাকার লোভ দেখিয়ে মাস্তান বাজিতে টানার রেওয়াজ পরিস্থিতি জটিলতর করে তুলেছে।

এই জটিল সামাজিক ব্যাধি শুধু একার দ্বারা নিরাময় হবার নয়। এটা একটা সামগ্রিক দায়িত্ব।

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক; রাজনৈতিক দলসমূহ, সরকার ও জনসাধারণ প্রত্যেকেরই। তবে রাজনৈতিক দল এবং সরকারই এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

—মহসীন চৌধুরী।